যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষামন্ত্রীর স্বতন্ত্র স্কেল!

পুরো চারটি বছর বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সামনে স্বতন্ত্র স্কেলের মুলা ঝুলিয়ে রেখে ক্ষমতার শেষকালে এসে বাড়িভাড়া ৫ গুণ ও চিকিৎসাভাতা সামান্য কিছু বাড়িয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, শিক্ষকদের ৫০ বছরের দাবি পূরণ করলেন তিনি। বাড়িভাড়া ৫ গুণ বৃদ্ধির কথা শুনলে যে কেউ লাফিয়ে উঠে বলবে, এ তো বিশাল পাওয়া। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কী? বাস্তবে বাড়িভাড়া ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া পাওয়া না পাওয়া সমান কথা। এই কি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর স্বতন্ত্র স্কেল? তাই বেসরকারি শিক্ষকরা সঙ্গত কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করে তুমুল আন্দোলনে নেমেছেন। এক গ্রুপ ঢাকায় মহাঅবস্থান ধর্মঘট করছেন। অপর এক গ্রুপ ২০ দিন ধরে বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ করে আন্দোলন করছেন। ঢাকায় অবস্থান ধর্মঘটের খবরে শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চিত হয়েছেন, এটি বিরোধী দলের উস্কানিতে হচ্ছে। তবু ভালো, তিনি বলেননি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে শিক্ষকরা ঢাকায় অবস্থান নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথামতো ঢাকায় যারা অবস্থান নিয়েছে, তারা বিরোধী দলের হলে অন্য গ্রুপ কি সরকারি দলের? তারাও তো মহাআন্দোলনে শরিক হয়ে একেবারে পাঠদান বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে কি সব বেসরকারি শিক্ষক সরকারকে ছেড়ে বিরোধী দলে ভিড় জমিয়েছেন। ন্যায়সঙ্গত কোন দাবি উত্থাপন করলেই কাউকে সরকারবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। আমাদের প্রশ্ন, নিরীহ শিক্ষকদের নিয়ে আর কত তামাশা করবে সরকার?

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দক্ষতা অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। অথচ বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি দিন বদলের সরকারের মানসিকতা সেকেলেই রয়ে গেছে। এ অবস্থায় জাতি অগ্রসর হবে কেমনে? বেসরকারি শিক্ষকদের দাবিগুলো কি অযৌক্তিক? নির্দিষ্ট অঙ্কের মাসিক বেতন দিয়ে কিভাবে চলে তাদের সংসার? অন্য সব ক্ষেত্রে অর্থের ঘাটতি না হলে কেবল বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের কোষাগার খালি হয়ে যায় কেন? কেন কুখ্যাত রেশিও (অনুপাত) প্রথার কারণে একজন শিক্ষককে আজীবন একটি পদবি ধরেই বসে থাকতে হবে? বেসরকারি কলেজের একজন প্রভাষক কুখ্যাত অনুপাত প্রথার কারণে সারাজীবনই প্রভাষক। যেন তার জন্মই হয়েছে প্রভাষক হয়ে মরার জন্য।

চাকরিজীবনে প্রমোশন পেয়ে একটু সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার কি তার নেই? তাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করলে সরকার কি দেউলিয়া হয়ে যাবে? আসলে তা নয়। এ হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা। মাথাভারি প্রশাসন কোন বিষয় তলিয়ে না দেখে মন যা চায় তাই করে। অতীতের সরকার যা করেছে, দিন বদলের সরকার, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সরকারও তাই করছে। শিক্ষামন্ত্রী ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া প্রদানের ঘোষণা দিয়ে আরেকবার বেসরকারি শিক্ষকদের অসম্মান করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভিক্ষুকের হাতে ক'টি খুচরা পয়সা ধরিয়ে দিলেই মহৎ হওয়া যায়। আমাদের অর্থমন্ত্রী যেমন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাকে চাকরি মনে করেন না, শিক্ষামন্ত্রীও তাই প্রমাণ করলেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এমন তামাশা করা ভালো নয়। এর পরিণাম কখনোই শুভ হয় না।

মোসলেম আবু শফী
সখীপুর, টাঙ্গাইল